প্রাথমিক শিক্ষায় কাবিং কার্যক্রম

মিঠু কুমার রায়
সহকারি শিক্ষক
তুলারামপুর সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
নড়াইল সদর, নড়াইল।

বিশ্বব্যাপী শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউটিং আন্দোলন শুরু হয়। স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষামুলক আন্দোলন যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। শতবর্ষ পূর্বে ১৯০৭ সালে বৃটেনের ব্রাউন্সী দ্বীপে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেন্সন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (বি,পি) কর্তৃক স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যা আজও শিশু কিশোর যুবদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবসর সময়ে আনন্দঘন পরিবেশে দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক তৈরিতে বিশ্বব্যাপী সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

'বাংলাদেশ স্কাউটস' বাংলাদেশের জাতীয় স্কাউটস সংস্থা। ১৯৭২ সালের ৮-৯ এপ্রিল সারাদেশের স্কাউটস নেতৃবৃন্দ ঢাকায় একসভায় মিলিত হয়ে গঠণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস সমিতি। একই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১ নং আধ্যাদেশ বলে উক্ত সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন পঞ্চম জাতিয় কাউন্সিল সভায় সমিতির নাম বদলে রাখা হয় 'বাংলাদেশ স্কাউটস'।

স্কাউট আন্দোলন মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত।

১ । ৬ থেকে ১০+বছর বয়সী প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য কাব স্কাউটিং

২। ১১ থেকে ১৭+ বছর বয়সী মাধ্যমিক স্তরের কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্কাউটিং

৩। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক যুবতীদের জন্য রোভার স্কাউটিং ।

স্কাউট আন্দোলনের প্রথম স্তর কাব স্কাউটিং। কাব স্কাউটিং থেকেই স্কাউটিং শুরু হয়। স্কাউটিং করে এবং যাদের বয়স ৬ থেকে ১০+ বছর , তাদেরকে কাব স্কাউট বলা হয়। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯১৪ সালে স্কাউটিং এর এই শাখাটি প্রবর্তন করেন। 'কাব (Cub)' অর্থ শাবক বা বাচ্চা। স্কাউটিং এ 'কাব' অর্থে 'উলফ কাব' বা নেকড়ে বাঘের বাচ্চা কে বুঝানো হয়েছে। কিছু দেশে তাদের প্রকৃত নাম 'উলফ কাব' হিসেবে পরিচিত হলেও তাদেরকে প্রায়ই শুধু মাত্র কাব নামেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই নামটি প্রচলিত হয়েছে 'কাব স্কাউটিং' নামে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য স্কাউটিং এর লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়ায় ১৯৯৫ সাল থেকে কাবিং সম্প্রসারন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা সহ সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ৬ থেকে ১০+ বয়সী শিশুদের মধ্যে কাবিং এর দ্রুত সম্প্রসারন ঘটেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে 'প্রাথমিক

বিদ্যালয় সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

কাবিং কার্যক্রম সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সিংহভাগ অনুষ্ঠিত হয় মুক্তাঙ্গনে। কাব স্কাউটরা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে ,হাসি আনন্দ, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করে। কাবস্কাউটগণ উপদল , ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনা মূলক বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আকষণীয় ও বৈচিত্রময় 'কাবস্কাউট প্রোগ্রাম' বাস্তবায়ন করে থাকে। একজন শিশু কাব ইউনিটে ভর্তির পর তিন মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করার পর কাবিং এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব প্রতিজ্ঞা ও আইন তার দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেই আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব স্কাউটের সদস্যপদ লাভ করে। 'কাব স্কাউট প্রোগ্রাম' এর পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন ব্যাজ এর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারলে একজন কাব স্কাউট কাবদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। পর্যায়ক্রমে ইউনিট, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে সফল হলে একজন কাব স্কাউটকে 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে থাকেন। কাব স্কাউটরা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে অনাবিল আনন্দদায়ক খেলাধুলা ও স্কাউটিং প্রোগ্রাম দ্বারা জীবনমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করে, যা একজন কাবস্কাউটকে ব্যক্তি জীবনে আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ করে তোলে। স্কাউটিং এর মূলনীতি, প্রতিজ্ঞা ,আইন ও ধর্মপালনের মাধ্যমে কাব স্কাউটদের নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক স্থান,মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানা ও বিভিন্ন জাতীয় দিবসের প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তারা দড়ির কাজ, খাবার স্যালাইন তৈরি, প্রাথমিক প্রতিবিধান, বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা, ঘড়ি দেখে সময় বলা, ট্রাফিক সাইন, নিরাপদ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। কাব স্কাউটদের গান শেখা, গল্প বলা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধমে নান্দনিক ও শারীরিক বিকাশের ধারা অব্যহত থাকে। এছাড়া কাব স্কাউটরা প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহন করে, তাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম কাব অভিযান, কাব কার্নিভাল, কাব হলিডে , কাব ক্যাম্পুরির মত প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ সাধন হয় এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা তৈরি হয় যা তাকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

কাব স্কাউটিং বা 'কাবিং' শিশুদের লেখাপড়ার অবসরে বয়স উপযোগী আনন্দদায়ক কার্যাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত সহপাঠক্রমিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম। এই বয়সীদের প্রধান ও প্রথম কাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং স্কাউট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এক হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা এই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পায় না, অপরদিকে স্কাউটরা মুক্তাঙ্গনে হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অ র্জন করে তা ব্যক্তি জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করার সুযোগ লাভ করে।